দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষাকে জোরদার করুন

কৃষিই বাংলাদেশের প্রাণ। কৃষিতে সংকট ও সমস্যা বাড়লে অন্য সবকিছুতেই তার প্রভাব পড়ে। তাই কৃষিতে সংকট ও সমস্যা কমাতে হবে। এর জন্য কৃষি উৎপাদন ও সচেতনতা বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ এবং শিক্ষার হারও কম। জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য বেকারত্বও বেশি। একমাত্র কৃষিতেই সহজ ও লাভজনকভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগ দেশের সার্বিক অর্থনীতির ভিত্তিকে দৃঢ় রাখতে পারে। এর জন্য মানুষকে তৃণমূল পর্যায় থেকেই আধুনিক উৎপাদন কৌশলমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। যেহেতু মানুষ বাড়ছেই এবং খাদ্য চাহিদাও বাড়ছে, সেহেতু কৃষির পুরাতন গতিপথকেও বাড়াতে হবে মহাসড়কের মতো আরো প্রশস্ত করে। নিতে হবে নতুন নতুন উদ্যোগ। তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষাকে আরো জোরদার করা। কারণ হিসেবে উল্লেখ করতে হয়-

১. উচ্চতর কৃষি শিক্ষার সবাই সুযোগ পায় না। তাই জীবন রক্ষাকারী টিকা দানের মতো মাধ্যমিক স্তরেই কৃষির উৎপাদন ভিত্তিক প্রয়োগিক বিষয়গুলোর শিক্ষা বাড়াতে হবে, যা দেশের কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তিকে গতিশীল করবে। দেশের কৃষির সমস্যা মোকাবেলা সহজ হবে।

২. বেকারত্ব ঘোচাতে উৎপাদনমুখী প্রথা গড়ে উঠবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার, নার্সারি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি নিজ ইচ্ছাতেই গড়তে পারবে কৃষি শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তরে জোরদার করলে।

৩. কৃষি ক্ষেত্রে শিক্ষিত মানুষের অবদান ও আগ্রহ বাড়াবে যা কৃষিকে রক্ষাও করবে সহজেই।

৪. স্থানীয় কর্মসংস্থান বাড়বে। ফলে কর্মসংস্থানের জন্য মাইগ্রেশন কমবে দেশব্যাপী। ফলে অন্যান্য সমস্যাও কমাতে সহায়ক হবে।

এ জন্য মাধ্যমিক স্তরে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে-

ক. কৃষি শিক্ষাকে এসএসসি পর্যন্ত বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে সবার জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে। কারণ কৃষি সংকটে পড়লে সবাইকেই তার ফল ভোগ করতে হয়। তাই সবাইকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বেসিক শিক্ষা দিতে হবে।

খ. ব্যবহারিক ও গ্রুপ ডিসকাসিং এবং ফিল্ড ভিজিট রাখতে হবে।

গ. উচ্চতর কৃষির সহজ শিক্ষা বাড়াতে মাধ্যমিক স্তরে একজন কৃষি গ্রাজুয়েট ও একজন ডিপ্লোমা কৃষি শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। বিষয়গুলো কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখতে বিনীত অনুরোধ করছি।

মো. জাহিদ সুলতান,
ছাত্র, কৃষি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।